R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP 214/2002

মার্বেল সেন্টার
প্রযত্নে—উল ভাণ্ডার
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা
(রাজা মার্কেট)
মার্বেল, গ্লেজড টালি, কাঁচ,
প্লাই, পাম্প, মোটর, পাইপ ও
SINTEX দরজা সরবরাহকারী
ফোন : ৬৬৩৯৯

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৩২শ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই পৌষ, বুধবার, ১৪০৯ সাল।
১লা জানুয়ারী, ২০০৩ সাল।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

কংগ্রেসীদের ১২ ঘণ্টার বন্ধ জঙ্গিপুর মহকুমায় সফল

নিজস্ব সংবাদদাতা : কৃষিজাত পণ্যের মূল্য হ্রাস, বিদ্যুৎ, কোর্ট ফি, চিকিৎসা, স্কুল কলেজে ভর্তি সব কিছুতে বর্দ্ধিতহারে মূল্য বৃদ্ধি, পুলিশের মদতে সি পি আই (এম) মদতপুষ্ট সমাজবিরোধীদের বেপরোয়া অত্যাচারের প্রতিবাদে মুর্শিদাবাদ জেলা কংগ্রেস কমিটির ডাকে গত ৩০ ডিসেম্বর জেলায় ১২ ঘন্টার বন্ধ ডাকা হয়। দু' একটা ছোটখাটো ঘটনা ছাড়া জঙ্গিপুর মহকুমায় বন্ধ শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হয়। মহকুমার শান্তি রক্ষায় প্রশাসন রায়গঞ্জ থেকে এক প্লেটুন র‍্যাফ এনে মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে মোতায়েন করে। ফারাক্কায় কংগ্রেস কর্মীদের অবস্থানে ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে কিছুক্ষণ যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। পুলিশ গিয়ে অবস্থান তুলে দেয়। সারা মহকুমার মধ্যে ধুলিয়ানে বন্ধের প্রভাব অনেকাংশে কম চোখে পড়ে সেখানে বেশীর ভাগ দোকান খোলা দেখা যায়। সাজুর মোড়ে জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে গিয়ে ২ জন গ্রেপ্তার হয়। উমরপুরেও জাতীয় সড়ক অবরোধে ১২ জন, জঙ্গিপুর পুরসভায় (শেষ পৃষ্ঠায়)

পদ্মার ধারে ব্যাপক হারে মাটি কাটা চললেও প্রশাসন নির্বিকার

নিজস্ব সংবাদদাতা : বেশ কিছু দিন ধরে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বিভিন্ন গ্রাম এলাকায় পদ্মার ধারের মাটি এলাকার ইটভাটা মালিকরা নির্বিচারে কেটে চলেছেন বলে গ্রামবাসীদের অভিযোগ। গ্রামবাসীরা ব্লক ও মহকুমা প্রশাসনিক অধিকর্তাদের অভিযোগ জানিয়েও কোন ফল পাচ্ছেন না বলে জানান। এমনিতেই পদ্মার ভাঙ্গনে বহু গ্রাম, জনপদ নিশ্চিহ্ন হতে বসেছে। এর উপর বড়জুমলা, কৃষ্ণগাইল, কাঁটাখালি, সাইদাপুর, রামপুরা মহালদারপাড়ায় ভাটা মালিকরা পদ্মার মাটি কেটে ভাঙ্গনকে আরও ভয়াবহ করে তুলছেন বলে গ্রামবাসীরা আতঙ্কিত।

মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে বিডিওর মদতে প্রধানের স্বেচ্ছাচারিতা চলছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি ব্লকের মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কংগ্রেসী মহিলা প্রধানকে শিখন্ডী খাড়া করে কয়েকজন সদস্য ও সচিব বিভিন্ন ধরনের জনবিরোধী কাজ করে চলেছেন বলে বিরোধী সদস্যরা সাগরদীঘির বিডিওর কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছেন। কিন্তু বিডিও এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উদাসীন। যদিও গত ৬-৯-০২ জনস্বার্থ মামলার এক রায়ে মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের অর্থকরী বিষয়ের সম্পূর্ণ দায়িত্ব নির্দিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সাগরদীঘির বিডিওর ওপর ন্যস্ত হয়েছে। মামলার ঐ রায়ে সাংগঠনিক পথে সততার সঙ্গে পঞ্চায়েত পরিচালনার কথা উল্লেখ থাকলেও সে আদেশ সম্পূর্ণভাবে অবজ্ঞা করে উন্নয়নের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা নয়ছয় করা হচ্ছে বলে গ্রামবাসীরা মনে করছেন। অন্যদিকে বিরোধী সদস্যদের অভিযোগ, প্রধান আন টাইট ফান্ডের ২,৬৬,০০০ টাকা, ইলেভেন কমিশন বাবদ ৪,৬১০০০ টাকা, জে জি এস ওয়াই প্রকল্পের ১,৯২০০০ টাকা এবং কয়েকশো কুইন্টাল চাল তুলেও ঐ টাকা বা চাল (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভ্রমণকারীদের নিরাপত্তায় সুভাষ দ্বীপে প্রহরার ব্যবস্থা প্রয়োজন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ সুভাষ দ্বীপে বড়দিন উপভোগ করতে এসে বেশ কিছু বাইরের পরিবার অস্বস্তিতে পড়েন। জানা যায়, বহরমপুরের কিছু যুবকের সঙ্গে একটি মেয়েকে টিটকারী দেয়া নিয়ে স্থানীয় এক ক্লাবের মধ্যে বচসা হাতাহাতিতে চলে আসে। এর ফলে চরের বিভিন্ন দিকে বনভোজনে ব্যস্ত পরিবার-গুলোর মধ্যে বিভ্রান্তি আসে। পরে পুলিশ এসে পরিস্থিতি আয়ত্তে আনে। (শেষ পৃষ্ঠায়)

বনভোজন করে ফেরার পথে মারুতি-লরি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২৫ ডিসেম্বর রাত ৮-৩০ নাগাদ ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে রঘুনাথগঞ্জ থানার কাঁকুড়িয়া পেট্রোল পাম্পের কাছে মারুতি ও মালবাহী লরির মুখোমুখি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু হয়। জানা যায়, রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের গোবিন্দ-পুর ও কাশিয়াডাঙ্গা গ্রামের পাঁচজন যুবক একটি মারুতিতে আহিরণ ফরেষ্টে বনভোজন করে বাড়ী ফেরার পথে ওরা মোরগ্রাম-পানাগড়-বহরমপুর (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্কুল পরিচালন সমিতির নির্বাচনে সিপিএমের ভরাডুবি

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘির মনিগ্রাম উচ্চ বিদ্যালয়ে গত ২২ ডিসেম্বর অভিভাবক শ্রেণীর নির্বাচনে ১২ জন প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে কংগ্রেস সমর্থিত ৬ জন প্রার্থীই বিপুল ভোটে জয়ী হন। অন্যদিকে সিপিএমের ৬ প্রার্থীই অকল্পনীয়ভাবে পরাজিত হন। জয়ী প্রার্থীরা হলেন—খাইরুল বাসার সেখ (২৫৮ ভোট), গণনাথ গাঙ্গুলী (২৪৮), কমলাকান্ত সরকার (২৪৭), মাধব মন্ডল (২৩৮), নিখিলকুমার দাস (২৩৮), শ্রীদাম ঘোষ (২৩৭)। ভোট শান্তিপূর্ণভাবে শেষ হলেও ভোট চলাকালীন একটা চাপা উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই পৌষ বুধবার, ১৪০৯ সাল।

শীতের গীত

আমাদের ঋতুরঙ্গের এই দেশে প্রত্যেকটিই এক একটি বৈচিত্র্য লইয়া উপস্থিত হয়। আর তাহার সেই উপস্থিতি মনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। কবিকুল তাঁহাদের কল্পনার জাল বিস্তার করিয়া বহুবিধ শব্দবিন্যাসে তদ্বিষয়ক বর্ণনায় মুখর থাকেন এবং প্রকৃতির প্রতি নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাক্ষর রাখিয়া দেন। অতি বাস্তব বুদ্ধির মানুষ ঋতু বিশেষে বাস্তব চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন।

মূলতঃ গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত ঋতু তথাকথিত অর্কবিদিগের কাছে এক এক রূপ লইয়া উপস্থিত হয়। গ্রীষ্মকে তাঁহারা রুদ্রের প্রচন্ডতায় ভূষিত করেন। বর্ষাতে রাক্ষসীর করালগ্রাস দেখেন। শীতের জড়ত্বে বার্দ্ধক্যের রূপ প্রত্যক্ষ করেন। এই তিন ঋতুই যেন কিছু জীবনের দাবী করিয়া থাকে। গ্রীষ্মের দাবদাহে মৃত্যু, বর্ষার প্লাবনে মৃত্যু ও শীতের শৈত্যপ্রবাহে মৃত্যু।

এবারের শীতে যে শৈত্যপ্রবাহ কোথাও কোথাও ঘটিয়াছে তজ্জনিত মৃত্যুও হইয়াছে। একধারে শীত দিয়াছে প্রাণ ধারণের নানা সম্ভার। শস্য, সব্জি এবং অন্যান্য নানা উপকরণে শীত ডালা সাজাইয়া যে ভোজের আমন্ত্রণ জানায়, তাহাতে চারিদিকে সাড়া পড়িয়া যায়। বিবিধ শাকসব্জির উপকরণে গৃহস্থের অন্নথালি সজ্জিত হয়; অন্যদিকে পিঠে-পায়েসের আয়োজনে রসনার পরিতৃপ্তি। কিন্তু এও তো আজ অর্কবিজনোচিত হইল না। কবির কল্পলোকের কথার মত শুনাইতেছে এবং আজিকার সমস্যাজর্জরিত মানুষের ভাগ্যকে যেন উপহাস করা হইতেছে। ইহা যথার্থ বটে। যে শীত মানুষের পরিপাক শক্তির এক বাড়তি ক্ষমতা দেয় এবং তাই বহুবিধ খাদ্যসামগ্রীর পসরা সে সাজায়, সে শীত ঋতু আজ মানুষের মনে আবেদনের সাড়া জাগাইতে পারিতেছে না। পরিপাক করিবে যে সব বস্তু, তাহা ভাগ্যবান কুবের প্রতিনিধিদের করায়ত্ত; 'হারু সেখ' ও 'রামা কৈবর্ত''দের কাছে তাহা স্বপ্নসম।

।। ভিন্ন চোখে ।।

'অন্ধকারের হিম কুণ্ঠিত জরায়ু ছিঁড়ে' শীতের ভোর হচ্ছে। চারিদিকে কুয়াশার গাঢ় আস্তরণ। 'নদীর তীক্ষ্ন শীতল ঢেউয়ে' শীতের অস্থিরতা। চারিদিকে জড়তাগ্রস্ত শীতের ধূসর বার্ধক্য। বিবর্ণ কাননবীথির মধ্যে এক সীমাহীন রিক্ততা। ডালপালাগুলি অসহায়। মাঠে ধান কাটা হয়ে গেছে। সেখানে এক সীমাহীন শূন্যতা। শীতের সূর্য এখনও ওঠেনি।

রাস্তার এক পাশে এক দঙ্গল ছেলে শীতে কাঁপছিল। গায়ে স্বল্প শীতের বস্ত্র। এরা অপেক্ষা করে আছে শীতের সূর্যের জন্য। চোখ আকাশের দিকে। হয়তো বলতে চাইছে ঃ

'হে সূর্য তুমি তো জানো,
আমাদের গরম কাপড়ের কত অভাব!
সারারাত খড় কুটো জ্বালিয়ে,
এক টুকরো কাপড়ে কান ঢেকে,
কত কষ্টে আমরা শীত কাটাই!'

তাই এদের কাছে 'সকালের এক টুকরো রোদ্দুর' 'এক টুকরো সোনার চেয়েও মনে হয় দামী' তাই এরা ঘর ছেড়ে বাইরে আসে। আসে রাস্তায় 'এক টুকরো রোদ্দুরের তৃষ্ণায়।' এদের স্যাঁতসেঁতে ভিজে ঘরে উত্তাপ আর আলোর অভাব।

শীত এসেছে। সঙ্গে তার উপহারের ডালি। বহিরঙ্গে শূন্যতা থাকলেও অন্তরে সে রিক্ত নয়। দোপাটি অতসী গাঁদায় ভরিয়ে দেয় সে ফুলের ডালি। শীতের মরশুমে বাজারে শাক-সব্জির প্রাচুর্য। খেজুর গাছে রসের হাঁড়ি। সেগুলি চলে যাবে গ্রাম থেকে গঞ্জে। শীতের উৎসবে মেতে উঠেছে মহানগরী। বিভিন্ন ময়দানে ক্রিকেট ভলিবলের আসর। আর রাস্তার পাকে বা কোন গ্রামের মাঠে একদল ক্ষুদে শচীনরা ব্যস্ত তাদের খেলা নিয়ে। এছাড়া উড়ছে শীতের আকাশে লাল-নীল-সবুজ ঘুড়ি। এর সঙ্গে তো বনভোজনের আনন্দ আছেই। এ যুগের ছেলেরা যাকে বলে 'পিকনিক' বা 'ফিষ্ট'। মেতে উঠেছে সকলে শীতের মরশুমে। তবে শীতকাল সকলের কাছে আনন্দবহ নয়। মনে পড়ে যায় মধ্যযুগের চন্ডীমঙ্গলের ফুল্লরার কথা।

'পৌষে প্রবল শীত, সুখী জগজনে।
তৈল তুলা তনুনেপাৎ তাম্বুল তপনে।।'

সত্যিই তাই। সঙ্গতিপন্ন লোকেদের কাছে পৌষ মাস সুখদায়ক। এ সময় তারা সুখে কালাতিপাত করে কিন্তু দরিদ্র লোকের পক্ষে শীত মৃত্যুর মত যন্ত্রণাদায়ক। শীত নিবারণের উপযুক্ত বস্ত্রও এরা সংগ্রহ করতে পারে না। তাই মধ্যযুগের ধূলিধূসরিত দুঃখ-বেদনা পীড়িত সমাজ জীবনের সঙ্গে বর্তমান বাংলাদেশের সমাজের নিম্নস্তরের অবহেলিত জনজীবনের কোন ফারাক বোধ হয় আমরা খুঁজে পায় না।

—মণি সেন

নলিনীকান্ত সরকার ও তাঁর কাঞ্চনতলার কাপ

—ধূর্জটি বন্দ্যোপাধ্যায়

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আঞ্চলিক ভাষায় রচিত 'কাঞ্চনতলার কাপ'। এ ভাষা প্রসঙ্গে নলিনীকান্ত সরকার লিখেছেন ঃ সাঁওতাল পরগণা তথা বিহার প্রদেশ ঘেঁষা অঞ্চল বলে আমাদের এখানকার স্থানীয় জনসাধারণের কথা ভাষাও অদ্ভূত ধরনের—অদ্ভূত উচ্চারণ ভঙ্গী, একটা বিশেষ সুরের টান থাকে উচ্চারণের মধ্যে। .....এ বাংলা ভাষায় রচনা কিন্তু কলকাতা, চব্বিশপরগণা, হুগলী, হাওড়া, নদীয়া, বর্ধমান, বাঁকুড়া, মেদিনীপুরের বাঙালীদের কাছে দুর্বোধ্য।' কাঞ্চনতলার অবস্থান—'সাঁওতাল পরগণা, মালদহ, বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ—এই চারিটি জেলার সংযোগস্থলে।' সেই কারণে, লেখকের মতে, এখানকার জনসাধারণের ভাষায়, ইহাদের নিজস্ব ভাষা ও কথন ভঙ্গির সহিত তিনটি জেলার ভাষা ও বাগ্ বিন্যাসের এক অদ্ভূত রকমের সমন্বয় হইয়াছে।' তাছাড়া 'এই ভাষাতেই এখানকার জনসাধারণের মধ্যে কবি গান, আলকাপ, প্রভৃতি গ্রাম্য সঙ্গীত চিত্র রূপায়িত হইয়া থাকে। তিনখানি গ্রাম – জগতাই-নিমতিতা-কাঞ্চনতলা। যেন মণিহারের তিনখানি উজ্জ্বল লকেট। মুর্শিদাবাদ জেলার সুতী-সামসেরগঞ্জ থানা এলাকায় পড়ে। ভাষার বৈচিত্র্যের ব্যাপারে তাঁর ধারণা কথা তিনি বলেছেন ঃ কোন কোন সময়ে বাংলা দেশের বাইরে থেকেও কিছু কিছু উদ্বাস্তু হয়তো কোনও কারণে এসে পড়েছে এখানে। চামার, চাঁই, গাড়োলি, শুঁড়ী এরা কেউ হয়তো বিহারের, কেউ বা উত্তরপ্রদেশের। এদের মাতৃভাষা আমাদের গ্রাম্য বাংলা ভাষার সঙ্গে মিশে একরূপ মিশ্র ভাষায় দাঁড়িয়ে গেছে। এদের ভাষার প্রভাবও যে আমাদের স্থানীয় কথ্য ভাষার উপর পড়েনি, এমন কথাও বলা যায় না।' এছাড়াও অঞ্চলে আছে—কৃষি-জীবী রাজবংশীরা এবং মুশলমানেরা। ছোটবেলা থেকে এখানে সাধারণ মানুষের কাছে কতখানি প্রিয় ছিলেন তার পরিচয় তাঁর লেখাতেই রয়েছে ঃ 'এদের সঙ্গে আমাদের আত্মীয় জনের মত সম্পর্ক ছিল —অধিকংশ চাষীই ছিলেন আমার মামু। তাঁরাও ভাগ্নে বলে সম্বোধন করতেন, কখনও নাম ধরে ডাকতেন না।' তাঁর 'কাঞ্চনতলার কাপ' ছড়ায় প্রথমে এ অঞ্চলের মুখরোচক শব্দ 'মামু' কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। এই ছোট্ট বইখানি এখানের আঞ্চলিক ভাষায় পূর্ণ। শুনতে বেশ লাগে। (৩য় পৃষ্ঠায়)

জঙ্গিপুর স্কুলে আলোচনাচক্রে লোক না থাকলেও উপচে পড়া ভিড় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর স্কুলে গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে পাঁচ দিনব্যাপী ১২৫ বর্ষ পূর্তি উৎসবের বিভিন্ন দিনে আলোচনা-চক্র, সেমিনার, বা নানা প্রতিযোগিতায় বর্তমান বা প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি কম থাকলেও সন্ধ্যেকালীন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান-গুলোতে উপচে পড়া মানুষের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে স্কুল কর্তৃপক্ষের ধারণা হয়েছে, জঙ্গিপুরের মানুষ যতটা বেশী যাত্রা, নাটক, নাচ, গানে আগ্রহী ঠিক ততটাই অনাগ্রহী আলোচনা মূলক অনুষ্ঠানে যোগ দিতে। এই প্রসঙ্গে জানা যায় স্কুলের উন্নতিকল্পে প্রাক্তন ছাত্র ডাঃ অমিয়কুমার হাটীসহ কয়েকজনকে নিয়ে এবং শিবকালী মজুমদারকে আহ্বায়ক করে একটি কমিটি হয়েছে। আরো জানা যায়, গত ২৫ ডিসেম্বর স্কুলের 'প্রাক্তনী দিবস' এ প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি আশানুরূপ না হওয়ায় ডাঃ হাটীসহ অনেকেই হতাশা প্রকাশ করেন।

ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে বালকের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৩ ডিসেম্বর সকাল ৮টা নাগাদ রঘুনাথগঞ্জ থানার উমরপুর গ্রামের দুই বালক একটি সাইকেলে রঘুনাথগঞ্জ আসার পথে উমরপুর-মুরারই রাস্তায় ট্রাক পিষ্ট হয়ে একজন মারা যায়। জানা যায়, ওরা দুই ভাই একটি সাইকেলে যাবার সময় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বড় ভাই সাইকেল নিয়ে রাস্তার ধারে নয়ানজলির দিকে পড়ে যায়। আর পিছনে বসে থাকা ছোট ভাই রাস্তার দিকে পড়ে গেলে একটা চলন্ত ট্রাক তার বুকের উপর দিয়ে চলে যায়। ১০/১২ বছরের ছেলের শোচনীয় মৃত্যুতে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। বেশ কিছু সময় ঐ রাস্তায় যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকে।

মস্তিষ্কবিকৃত রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জেলা প্রতিবন্ধী সহায়তা কেন্দ্রের উদ্যোগে ২০০৩ এর প্রথম সপ্তাহ থেকে মস্তিষ্ক বিকৃত রোগীদের চিকিৎসার প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার জঙ্গিপুর হাসপাতালে আসছেন। এ ব্যাপারে রোগীদের রঘুনাথগঞ্জ শ্রীমা শিল্পনিকেতনে যোগাযোগ করতে জানিয়েছেন ঐ সংস্থার অন্যতম কর্ণধার বিজয় মুখার্জী।

চুল্লু খেয়ে গালাগালি পড়ে গ্রেপ্তার

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রামের মাঠে বর্তমানে চুল্লু মদ তৈরীর কারবার রমরমা হয়ে উঠছে। মদাপরা এই চুল্লু খেয়ে প্রতিনিয়ত গ্রামের শান্তির ভঙ্গ করছে। গত ১২ ডিসেম্বর মনিগ্রাম ডাক্তারখানা বাসস্ট্যান্ডে স্থানীয় করেন রাজমল্ল নামে এক মদ্যপ চুল্লু খেয়ে চিৎকার ও লোকজনকে মারতে উদ্যত হয়। এ সময় পুলিশের একটি গাড়ী মনিগ্রাম এলে করেন পুলিশের উদ্দেশ্যে গালিগালাজ শুরু করলে পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বিদ্যালয় পুরস্কৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির বালিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বালিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয় ৪১ পয়েন্ট অর্জন করে চাম্পিয়ান হয়। এই পঞ্চায়েত স্তরে প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহের ছাত্রদের ফুটবল খেলায় গত ১৪ ডিসেম্বর বিজয়ী হয় নওপাড়া প্রাইমারী স্কুল।

কাঞ্চনতলার কাপ (২য় পৃষ্ঠার পর)

শতদল গোস্বামী তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন ঃ 'নলিনীকান্ত কিছুদিন আলকাপ দলে ছিলেন। কাজেই তাঁর অভিজ্ঞতা প্রসূত ফুটবল ম্যাচের দীর্ঘ সরস বর্ণনা মনোগ্রাহী হয়েছে।' এই ছড়া গানের আকারে গাইতে হলে তার উচ্চারণ ভঙ্গীটা কেমন হবে তার কথা এই বই এর 'নিবেদন' অংশে নলিনীকান্ত বলেছেন ঃ 'কেবলমাত্র একটি বর্ণের উচ্চারণে একটু বিশেষ দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন ঃ হ-এ যফলার (হ্য) উচ্চারণে 'ঝ' এর মতো করিয়া হ-এর মতোই করিতে হইবে।' যেহেতু এ ছড়া গেয়। তাই তার ধুয়া অংশে নলিনীকান্ত আঞ্চলিক ভাষায় লিখেছেন ঃ মামুহে, তু রোহলি ঘরে পোড়্যা—

দেখতে পালিন্যা, হামি দেখনু লয়ন ভোর‍্যা।

এ অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষায় দেখা যায় বিকৃতি— উচ্চারণেও সেই বিকৃতির লক্ষণ স্পষ্ট। অবশ্য ভাষা তত্ত্ববিদেরা এ সম্বন্ধে বেশী কিছু বলতে পারবেন।

কাঞ্চনতলার কাপের খেলা সেদিন ছিল লোক মুখে মুখে খবরের শিরোনাম। আজো প্রবীণ বয়োবৃদ্ধদের আলাপ চারিতায় তার অনুষঙ্গ, স্মৃতিতে উজ্জ্বল। খেলাকে কেন্দ্র করে সে অঞ্চলের লোকজনের মধ্যে পড়ে গিয়েছিল হৈ-চৈ। সে খেলায় ছিল আনন্দ এবং উত্তেজনা। জয় পরাজয় নিয়ে দলের মধ্যেও যেমন দর্শক মনেও তেমন উত্তেজনা, উৎকণ্ঠা, উদ্বেগের শিহরণ। এ খেলার আয়োজন গ্রামবাসীদের নিকটে ছিল অভিনব অভিজ্ঞতা, যেন অভূত-পূর্ব ঘটনা। যারা দেখেছে তারা ধন্য আর যারা দেখতে যেতে পারেনি তাদের মনেও সমান পস্তানা। ছড়ার ধুয়াপদে তার চিত্র ফুটে উঠেছে ঃ

মামুহে, তু রোহলি ঘরে পোড়্যা
দেখতে পালিন্যা, হামি দেখনু নয়ন ভোর‍্যা

(পড়ে শব্দের উচ্চারণ পোড়্যা, পেলেনাকে আঞ্চলিক ভাষায় পালিন্যা, হামি হলো আমি আর নয়ন ভোর‍্যা বলতে নয়ন ভরে— এ জাতীয় ঐ অঞ্চলের লোক মুখের কথ্য রীতি)

কাপের খেলা যে মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং তার সবিস্তার বর্ণনার প্রতিচ্ছবি ঃ ইস্টিশনের কড়ে, হে মামু ইস্টিশনের কড়ে
ইস্কুলটার সাহামনে ঐ ময়দ্যানটার ওপরে।
আলকাপের কাপ লয়, হে মামু ঠ্যালাঠেলির ফিকিন
হারাম লিয়্যা হেন্দুরঘের ঐ পাহুর খ্যালার ঠিকিন
ইত্থ্যান উত্থ্যান থেক্যা, হে মামু এস্যাছে সব দল
লাথ্যাছে একটা ব্যালের ঠিকিন কহচ্ছে ফুডবল

(কড়ে=দিকে ; সাহামনে=সামনে ; ফিকিন=রকমফের ; ঠিকিন=ঠিক অবিকল ; লিয়্যা=লিয়ে ; পাহুর খ্যালা=গরু দিয়ে শূকরছানা মারার উৎসব (গোয়ালাদের উৎসব) ; ইত্থ্যান উত্থ্যান=এখান সেখান থেকে ; ব্যালের=বলের) খেলা কেন্দ্রিক বিশেষ বিশেষ দিনের মুহূর্ত'গুলোও ছড়ার মধ্যে গ্রন্থিত হয়েছে— যার মধ্যে দর্শকজনের মনের অনুভূতি আভাসিত হয়েছে। হঠাৎ বৃষ্টি হওয়ায় খেলার মাঠে জল জমে থাকায় খেলা বন্ধ থাকায় দর্শকদের ফিরে যাওয়ার আপশোষ ঃ কত কষ্ট করে তারা এসেছে দূর-দূরান্ত থেকে। 'হামারঘের লসিব, হে মামু কতই কষ্ট সহিনু / ফের ঘুর‍্যা এনু দুই শালা আর বহনু। / খেল দেখতে এস্যা হামরা ঘুরনু দুদ্দুফ্যারা / মামলার ঠিকিন দিন ফেলছে হাকিম হোলছে অ্যারা (লসিব=কপাল ; ঘুর‍্যা=ঘুরে ; দুদ্দু-ফ্যারা=দু দুবার ; বহনু=ভগ্নীপতি ;) (চলবে)

শরৎচন্দ্র পণ্ডিতের (দাদাঠাকুর) অনবদ্য সৃষ্টি বিদূষক পত্রিকার বাছাই করা রচনা থেকে সংকলিত

সেরা বিদূষক (১ম ও ২য় খন্ড)

দাম ঃ প্রতি খন্ড ১০০·০০, দুই খন্ড একত্রে ১৪০·০০ (ডাক খরচ পৃথক) প্রাপ্তিস্থান ঃ দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন

পোঃ রঘুনাথগঞ্জ, জেলা মুর্শিদাবাদ (৭৪২২২৫)

ফোন ঃ এস টি ডি ০৩৪৮৩/২৬৬২২৮ (প্রেস) ২৬৭২২৮ (বাড়ী)

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ আজ ১ জানুয়ারী '০৩ রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের শুভ সূচনায় বেলা ১১টা নাগাদ এক বিশাল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। বিকেলে সদরঘাটে দাদাঠাকুর মুক্ত মঞ্চে এক অনুষ্ঠানে রাজ্য প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী আনিসুর রহমান উপস্থিত থাকছেন। সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবকে স্মরণীয় করে রাখতে সারা বছর নানা অনুষ্ঠানের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে এবং একটি স্মারক পুস্তিকাও বার করা হচ্ছে বলে জানা যায়।

প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবার মানুষের সাড়া পেল না

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ কয়েক বছর থেকে রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জী পার্ক মাঠে জেলা প্রতিবন্ধীদের ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও ক্রমশঃ তা জনপ্রিয়তা হারিয়ে সাধারণ মানুষ বা নিমন্ত্রিত অতিথিদের কাছ থেকে কোন সাড়া পাচ্ছে না। এ বছর গত ২৮ ডিসেম্বর ঐ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হলেও সেখানে জেলার শ'খানেক প্রতিযোগী, উদ্যোক্তাদের পক্ষে জনা দশেক ছাড়া নিমন্ত্রিত অতিথিরা তেমন কেউ উপস্থিত ছিলেন না। যদিও জানা যায় সেখানে জেলা শাসক, এলাকার সাংসদ, বিধায়ক, পুরপতি, মহকুমা শাসক থেকে শুরু করে সব রাজনৈতিক দলের বিশিষ্টরা ছাড়াও নাকি দু'জন মন্ত্রী, নিমন্ত্রিত বিশেষ অতিথিদের তালিকায় ছিলেন। কিন্তু মাঠে স্থানীয় আর এস পি দলের প্রদীপ নন্দী বা কংগ্রেস কমিশনার বিকাশ নন্দ ছাড়া তেমন কাউকে দেখা যায়নি। স্বভাবতই উদ্যোক্তাদের পক্ষে বিমান চ্যাটার্জী আক্ষেপ করে আগামী বছর থেকে এ ধরনের প্রতিযোগিতা রঘুনাথগঞ্জে না করার কথা জানান। এছাড়া ক্ষুব্ধ বিমানবাবু নিমন্ত্রিত হয়েও যে সব অতিথি প্রতিবন্ধীদের উৎসাহ দিতে মাঠে হাজির হয় নি তাদের সবাইকে 'মানসিক প্রতিবন্ধী' বলে উল্লেখ করেন। এ বছর কোন অতিথি এলেন না কেন এ ব্যাপারে উদ্যোক্তাদের পক্ষে কেউ পরিষ্কার কিছু বলতে চাননি। অনুষ্ঠানের শেষে জনা চল্লিশেক প্রতিযোগীকে পুরস্কৃত করা হয়। উল্লেখ্য এই অনুষ্ঠানে গত বছর পর্যন্ত পুলিশ, প্রশাসন ও রাজনৈতিক দলের বহু পদস্থ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

ক্যাথলিক চার্চে বড়দিন উৎসব

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘির মনিগ্রাম ক্যাথলিক চার্চে প্রভু যিশুর আবির্ভাব দিবস পালিত হয়। এই উপলক্ষে চার্চের ফাদার ইগ্নাসিউস রামচন্দ্র সরদার ২৪ থেকে ৩১ ডিসেম্বর বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন।

জঙ্গিপুর মহকুমায় সফল (১ম পৃষ্ঠার পর)

বন্ধ করতে গিয়ে কংগ্রেসী কাউন্সিলার বিকাশ নন্দসহ ৮ জন, জঙ্গিপুরে গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক বন্ধ করতে গিয়ে প্রাক্তন কংগ্রেসী বিধায়ক হাবিবুর রহমানসহ ২৪ জন গ্রেপ্তার হন। সেখানে সিপিএমের পুর কাউন্সিলার শৈলেন মুখার্জীর (নূপুর) হাতে হাবিবুর রহমান লাঞ্ছিত হন। এই ঘটনার প্রতিবাদে কংগ্রেসীরা রঘুনাথগঞ্জ থানায় অবস্থান শুরু করে। পরে পুলিশের প্রতিশ্রুতিতে অবস্থান তুলে নেয়। মহকুমা শহর রঘুনাথগঞ্জে বন্ধ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পালিত হয়। পুরসভা ছাড়া সরকারী দপ্তর, দোকান পাট, বাজার সব কিছু বন্ধ থাকে। সাগরদীঘির রতনপুরে জাতীয় সড়ক অবরোধ করতে গিয়ে ৮ জন কংগ্রেসী গ্রেপ্তার হয়। বন্ধে মহকুমায় মোট ৪৭ জনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে বলে জানা যায়। বন্ধের দিন মহকুমার ফারাক্কায় দিল্লী এক্সপ্রেস, তিলডাঙ্গা ষ্টেশনে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস, বাসুদেবপুর ষ্টেশনে মালদা টাউন এবং পুরাডাঙ্গা ষ্টেশনে কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেস বেশ কিছুক্ষণ আটকে পরে।

সুভাষ দ্বীপে প্রহরার ব্যবস্থার প্রয়োজন (১ম পৃষ্ঠার পর)

অন্যদিকে জানা যায়, জঙ্গিপুর পুরসভার নিযুক্ত কর্মী নাকি অতিরিক্ত মানুষজনকে চরে প্রবেশের সুযোগ দেয়ার কারণেই ওখানে মানুষের স্বাচ্ছন্দ্য হারিয়ে যায়। এর ফলে বাইরের কিছু দল রান্নার জায়গা সংগ্রহে হিমসিম খান। উল্লেখ্য, গত ঈদের দিনও চরে সুজাপুরের একদল ছেলের সঙ্গে আইলের উপরের ছেলেদের এক গন্ডগোলে উপস্থিত মেয়েদের মধ্যে ছুটোছুটি শুরু হয়ে যায়। শেষে স্থানীয় ছেলেদের হস্তক্ষেপে পরিবেশ শান্ত হয়। চরে প্রবেশ ও বনভোজনে পুর কর্তৃপক্ষ যখন পৃথকভাবে একটা ভালো পয়সা আদায় করছে তখন বিশেষ বিশেষ দিনে ভ্রমণ রসিকদের নিরাপত্তার প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেয়া একান্ত প্রয়োজন। তাহলে এরকম ঘটনা এড়ানো যায় এবং ভবিষ্যতে বড় ধরনের ঘটনা ঘটার আশংকাও থাকে না।

প্রধানের স্বেচ্ছাচারিতা চলছেই (১ম পৃষ্ঠার পর)

সদ্ ব্যবহার হয়নি। রাস্তা সংস্কারের নামে যেমন তেমন ভাবে কয়েকজন মজুর দিয়ে কাজ করিয়ে বাকী টাকার ভূয়া মাষ্টাররোল দাখিল করা হয়েছে। নলকূপ মেরামতির ক্ষেত্রেও একইভাবে মুষ্টিমেয় কয়েকটি নলকূপ মেরামত বা পুনঃস্থাপনের নামে নিম্নমানের যন্ত্রাংশ ও পলিথিনের পাইপ ব্যবহার করে নামী কোম্পানীর যন্ত্রাংশ ও লোহার ভালো ব্রান্ডের পাইপের ভাউচার সংগ্রহ করে সম্পূর্ণ টাকা আত্মসাৎ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট উপ-সমিতি বা পারচেজিং কমিটির সদস্যদেরও নাকি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত করা হয়েছে। প্রকল্প গ্রহণের ক্ষেত্রেও সংসদ সভার কোন অনুমোদন নেয়া হয়নি। সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত চলছে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের স্বার্থে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ জানা যায়, গত ৩-১২-০২ ডাকা পঞ্চায়েত সভায় ১১ জন বিরোধী সদস্য নির্দিষ্ট সময়ে উপস্থিত হয়ে জানতে পারেন, যে সভার জন্য তাদের ডাকা হয়েছিল সে সভা হয়ে গেছে। এই ধরনের স্বৈরাচার চললেও বিডিও স্বরূপ সিকদার এ ব্যাপারে অদ্ভুতভাবে চুপ। বিডিওর এই উদাসীনতা এলাকার মানুষ ভালো চোখে দেখছেন না। এর আগেও সহায়ক নিযুক্তি নিয়ে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ এনে কয়েকজন বঞ্চিত প্রার্থী সাগরদীঘির বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বিরুদ্ধে মহামান্য আদালতের আশ্রয় নেন। তার প্রেক্ষিতে ভিজিলেন্স তদন্তও হয়েছে। শেষ খবরে জানা যায়, কোন রকম নিয়মের তোয়াক্কা না করে পঞ্চায়েত সহায়কের দাদাকে চুপেচাপে ঠিকাদার নির্বাচন করা হয়েছে। এই সব অনৈতিক কাজকর্মের উচ্চ পর্যায়ের তদন্তের উদ্দেশ্যে বিরোধী সদস্যরা ভিজিলেন্স কমিশনের দ্বারস্থ হচ্ছেন বলে জানা যায়।

মারুতি-লরি সংঘর্ষে এক যুবকের মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

রাস্তার সংযোগস্থলে যান ও সেখানে ছবি তুলে কুয়াশাঘন সন্ধ্যে রাতে বাড়ী ফেরার পথে কাঁকুড়িয়ার কাছে একটি মালবাহী লরিকে মুখোমুখি ধাক্কা মারেন। মারুতির সামনের শীটে বসে থাকা প্রেমনাথ ঘোষ (২০) ও কিষণ হাজরা (২২) গুরুতর আহত হন। ওদের জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে প্রেমনাথ রাত ১১টা নাগাদ মারা যান। কিষাণকে বহরমপুর পাঠানো হয়। তার অবস্থা আশংকাজনক বলে খবর। মারুতির বাকী তিন আরোহী হাসপাতালে ভালো আছেন। পুলিশ লরিটিকে আটক করে।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ), পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পন্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।